KANDI RAJ COLLEGE - 4th SEM (BENG-H-CC-T8)
3RD YEAR (Hons) - Same Syllabus

প্রবন্ধ- সাহিত্যের পথে- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

SYNOPSIS - (৭)

Dr. Shila Bhattacharyya
Dept of Bengali
KANDI RAJ COLLEGE
MSD - W.B

সাহিত্যের তাৎপর্য
(মূল ভাবনা)

(ক)

স্বপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ কবি (আমি সুচিত্রার কবি! ইত্যাদি)। সাহিত্যের নানা শাখায় যেমন তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা, সমালোচনা কর্মেও যে তিনি অনন্য- এর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সমালোচনামূলক গ্রন্থগুলিতে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসমালোচনামূলক গ্রন্থ হল:- 'প্রাচীন সাহিত্য' 'সাহিত্য' 'আধুনিক সাহিত্য' 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ', এগুলি সবই পরিচিত নামে রচনা। বিশেষত- জীবনের সন্ধিক্ষণেই সমালোচক হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' কাব্যের আলোচনায় 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সমালোচনায় (১২৮৪- ভারতী পত্রে প্রকাশিত)। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটি 'সাহিত্যের পথে' (১৯০৬)-র রচনাগুলিতে তিনি মুখ্যত কাব্যতত্ত্ব (Poetics) নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন, কবি যখন সমালোচক হন তখন সমালোচনা কর্মটিও নতুন সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হয়, যেমন আলোচিত হয়েছে, কাব্যসাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যপাঠের সমস্যা, সাহিত্য সৃষ্টির প্রসঙ্গ, তেমনি সৃষ্টি- প্রকাশ- রসাস্বাদ অনুসন্ধান- অন্তর্ভাবনায় সাহিত্য চিত্রকলার রূপ ও রে- সেই অনুরোধেই ব্যক্ত।

(খ)

'সাহিত্যের তাৎপর্য (১৯০৪)' প্রবন্ধে প্রকৃতির সৌন্দর্যলীলার বিভিন্ন দিক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মহিমা পাঠ সেই বিচারে মানবের আলোচনা করেছেন। সাহিত্য সৃষ্টিতে তাদের যে ভূমিকা তার প্রকাশ দুভাবে ঘটে থাকে, উদ্ভিদের দুটি শ্রেণি তরুলতা (ফলবান গাছ) ও বনস্পতি, তরুলতার ভূমিকা ঋতুকালীন- সময় পরিধির তার আয়ু দিয়ে। কিন্তু বনস্পতি তার দীর্ঘ আয়ু দিয়ে পাতা-ফুল-ফল-ছায়া প্রভৃতি করতে ভূমিকা পালন করে। তাদের সঙ্গেও তুলনা- (১) সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের প্রাত্যহিকতার কাজ নিয়ে করে। (২) বনস্পতির মতোই সাহিত্য নিত্য ফুল-ফল-পল্লব-ছায়া দিয়ে প্রকাশ করে থাকে।

শীলা ভট্টাচার্য
১৮/০৪/২০

তাপসের সাধনার জন্য যুক্তিও স্বরূপ যে প্রমাণ-এর সংগতি হয়েই তার প্রয়োজন হয়েছে, এদের থেকে তা নয়, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সামগ্রী প্রসঙ্গে বলেছেন 'তাপসের কথাকে প্রমাণ করিতে হয়, তাদের কথাকে সত্যের করিয়া দিতে হয়,' চিত্রকর-দর্শক-ইতিহাস-তাপসের কথা তার সাহিত্য তাদের কথা। মানুষ তার অনুভবের কথা (সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা) প্রকাশ করেছে, এই চিরন্তনের স্বর দিয়েছে সাহিত্যে।

(গ)

'সাহিত্য' শব্দটির উৎপত্তি - 'সহিতস্য' থেকে। যার অর্থ মিলন বা সম্মিলন, এই মিলন দুই প্রকৃতির। একটি প্রাকৃতিক সংসার-সমাজ সম্পর্কীয়-এই যেমন 'জগৎ জগতের কথা' কিন্তু তাছাড়া আর সাহিত্যের যেমন প্রয়োজন বিশেষত্ব - হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ। কবির 'গীতাঞ্জলি'-র গানে এরই ইঙ্গিত:-

আমি তোমার সঙ্গে মাধুরী মিলায়ে তোমারে করেছি রচনা

রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন 'জগৎ' ও 'অন্তরের' মিলনের কথা। এর থেকে বোঝা যায় সমাজ থেকে আর মানুষের প্রাকৃতিক সম্পর্ক, দুয়ের প্রস্ফুটিত রূপ মানুষের মানসিক চাহিদা পূরণ করে - সাহিত্যের তাৎপর্য এখানেই।

(ঘ)

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় স্মৃতি থেকে বলেছেন, এরই ধারার উল্লেখে মানুষের দুই প্রকারের স্বভাব বিশ্লেষণ তাঁর ব্যক্ত করেছেন, যেখানে জমিদারি পরিদর্শনে রবীন্দ্রনাথ পদ্মানদীতে 'হাউসবোটে' ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ('তীরের কোল নদীর গল্পটি সেই সময় তাঁর সেই অভিজ্ঞতার ফসল বোলা হয়েছে 'সোনার তরী'-চিত্রা-চৈতালি' কবিতাগুচ্ছে ও বোলা কিছু গল্পে)। এর মধ্যে পদ্মানদীর কর্মালাপের দৃশ্য থেকে দেখা একটি বালুচর ধারার অভিজ্ঞতা সত্য ও তাদের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ যোগ দিল, 'হৃদয় একটি বড় সাধু তোমার' কবিতা আকারে জবাব দিয়ে বোলে এই পরিচয়ের

শীলা ভট্টাচার্য
২০/০৪/২০

অন্তরালে নিঃশব্দ জীবনালেখ্যে নৃত্যপর প্রমত্ত আনন্দোচ্ছ্বাস। ---- সেই মুহূর্তে তখনি মনিষী চাপার আবেগের সুরে স্বগতোক্তি বলে উঠল ও: মন্ত মানুষটা!?

কবি অনুভব করলেন, বিশ্বপ্রকৃতির সাথে সাহিত্যের মিলনে এই মহেন্দ্রক্ষণটি নষ্ট হয়ে গেল। আবার না ভুলালে মিলন হবে না। 'মানুষে' তখনি মানিয়ে চাওয়া - শুধু চাওয়া নিছক সাহিত্যের চাওয়া নয়। নদীতীরে সুবিস্তৃত আলোকে মহিমান্বিত দিগন্তপ্রসারে' তাকিয়ে তুলিতে প্রকাশ করা - যেখানে মানুষের চিত্ত চিরে প্রসারিত করতে নিজেকে 'সাহিত্যের পথে'।

(৩)

সৃষ্টি কর্মে মগ্ন সাহিত্যিকের কাছে চারপাশের পরিবেশেও একটা ভূমিকা থাকে, সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে তা অপ্রয়োজনীয়। তাঁর লেখায় টেনিস খেলার বর্ণনা, প্রজাপতি রমণীগণ, 'চিত্রের সাথে যেখানেই মুক্ত বাতায়ন' এই পংক্তিগুলি চারপাশ আনন্দ আছে - যা সাহিত্য প্রকাশে প্রকৃত ব্যক্ত করতে পারেনা, এই বিশ্বজগৎ শুধু নয়, ঘাস ঘাস, বনের পাশে পাশে, দুঃখবাসির নদী বয়ে যায় 'বিশ্বভরা প্রাণ', উপলব্ধি করতে পারেন কবি-সাহিত্যিক। এইভাবেই 'বস্তুবিশ্বের সাথে মনের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে' মানব পরিচিতি বিকৃতি লাভ করে। সাহিত্যে তারই পরিচয়।

প্রিয় ছাত্রছাত্রী

শীলা ভট্টাচার্য

উপরিউক্ত পত্রের (BENGM - T-8) প্রবন্ধ (রোমান্টিক কবি) শ্রেণিকক্ষে, পাঠপ্রদান ও বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। রোমান্টিক চিত্রকল্পের মূলভাবনা নিজের ভাষায় লিখতে বলেছিলাম, তাই হোম পরিস্থিতিতে পরিবর্তনে কালের মাধ্যমে বন্ধ। তাই চিত্রকল্পের প্রকৃতিগুলির (যা যা লেখাতে) মূল ভাবনা লিখে এর সাথে (প্রকৃতি কালের ও ছেড়ে সাথে) আলোচনা করেছি। রোমান্টিক বিষয়টি বোঝানো হচ্ছে কিনা, অনুভবের আছে কিনা, যে আমার জানবার আগ্রহিত আছে কি? তার সঠিক উত্তর সময়েই দিব।

(সাহিত্যের তাৎপর্য অর্থাৎ অর্থ (২য় পর্যায়) পাঠদান হবে।

ইতিমধ্যে SYNOPSIS ①, ②, ⑤, ⑨ - আলোচনা হল (যথার্থ প্রেম অন্বেষণ)।

শীলা ভট্টাচার্য
২৮/০৪/২০